প্রথম আলো

তারিখ 05 APR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

আন্দোলনের নেতৃত্বে ছাত্রীরা

শরিফুল হাসান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ●

ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সায়াদ ইবনে মোমতাজ হত্যার বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ছাত্রীরা। আন্দোলনে ছাত্রীদের অংশগ্রহণও ছাত্রদের চেয়ে বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বলছেন, ক্যাম্পাসে গত দুই দশকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের এমন আন্দোলন হয়নি।

ছাত্রীরা বলছেন, তাঁরা চান না সায়াদের মতো আর কেউ এই ক্যাম্পাস থেকে হারিয়ে যান। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে নানা সময়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের উত্যক্তের শিকার হয়েছেন ছাত্রীরা। মানববন্ধনসহ নানা কর্মসূচি পালন করেও এগুলো বন্ধ হয়নি। সেই ক্ষোভ থেকেই এবার অনেক বেশি ছাত্রী আন্দোলনে নেমেছেন। সায়াদ হত্যার বিচারের দাবির পাশাপাশি তাঁরা ক্যাম্পাসে তাঁদের নিরাপত্তার দাবিও করেছেন।

ছাত্ররা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের নয়টি হল ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে। এই আন্দোলনে যুক্ত না হতে হলগুলোতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে হুমকি দেওয়ায় অনেক ছাত্র আতঙ্কে আন্দোলনে আসছেন না।

মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শেষ বর্ষের ছাত্র ও আশরাফুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের নেতা সায়াদ হত্যার সঙ্গে জড়িত সবার নাম প্রকাশ ও তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁদের আজীবনের জন্য বহিষ্কার ও দোষী ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে গত বুধবার থেকে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনের তৃতীয় দিনে গতকাল শুক্রবার পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয় '৭১-এর পাদদেশে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করা হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সাদা একটি ব্যানারে স্বাক্ষর করে সায়াদ হত্যার বিচার দাবি করেন। গতকালও নেতৃত্ব ও সংখ্যায় প্রাধান্য ছিল ছাত্রীদের।

আন্দোলনে ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা বেশির কারণ জানতে চাইলে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শ্রেণী প্রতিনিধি সাবিকুন নাহার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'হলগুলোতে ছেলেরা অনেক চাপে থাকেন। তাঁদের অংশগ্রহণ কম হওয়ার এটাই বড় কারণ। তবে তাঁরা সবাই এই আন্দোলনে আছেন।'

এদিকে সায়াদ হত্যার বিচারের দাবিতে গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে ছাত্রলীগ। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অনুষ্ঠিত এই মিছিলে প্রথম বর্ষের অনেক ছাত্রকে দেখা গেছে। তাঁদের কয়েকজন জানান, ছাত্রদের হলের অতিথি কক্ষে ডেকে নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নয়, ছাত্রলীগের মিছিলে যেতে বলা হয়েছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রথম বর্ষের অনেক ছাত্র বাড়ি চলে যাচ্ছেন। নিরাপদ থাকতেই তাঁরা বাড়ি চলে যাচ্ছেন।

আন্দোলনকারীরা গত বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে হুমকির বিষয়টি জানিয়ে নিরাপত্তা দাবি করেন। মাৎস্যবিজ্ঞানের মাস্টার্সের ছাত্র প্রেমাংশু মুহুরীদার *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি এই আন্দোলনে প্রথম থেকে যুক্ত। বৃহস্পতিবার দুজন মোটরসাইকেল আরোহী তাঁকে ক্যাম্পাসে একা পেয়ে জীবননাশের হুমকি দিয়েছে।

আন্দোলনকারীদের কোনো ধরনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মুর্শেদুজ্জামান খান ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। সাইফুল ইসলাম বলেন, 'নিহত সায়াদ ছাত্রলীগেরই কর্মী ছিলেন। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে কারা তাঁকে ট্রমা সেন্টারে নিল, সেটিই প্রশ্ন। এই হত্যার বিচারের দাবিতে ছাত্রলীগও আন্দোলন করছে। আমরা চাই, এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সবার শাস্তি হোক।' তিনি জানান, এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ আসায় সুজয় কুমার কুণ্ডু ও রোকনকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সায়াদকে গত সোমবার সন্ধ্যায় আশরাফুল হক হলের একটি কক্ষে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে পেটানো হয়। মঙ্গলবার তিনি ময়মনসিংহ শহরের ট্রমা সেন্টারে মারা যান।

সূত্র জানায়, সায়াদ হত্যার ঘটনায় মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠিত ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটির কাজের গতকাল পর্যন্ত অগ্রগতি নেই। কমিটির প্রধান মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের অ্যাকোয়াকালচার বিভাগের অধ্যাপক মোহসীন আলী গতকাল ঢাকা থেকে ক্যাম্পাসে এসেছেন।

কয়েকজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, এই তদন্ত কমিটির কাজ নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন ও সন্দিহান।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

- সায়াদ হত্যার বিচারের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ
- শিক্ষার্থীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ছাত্রলীগ

নেতৃত্বে ছাত্রীরা

শেষ পৃষ্ঠার পর

মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকেরা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে এই উদ্বেগ জানিয়েছেন। শিক্ষার্থীরা জানান, তদন্ত কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কমিটির প্রধান এত দিন ঢাকায় ছিলেন। কবে নাগাদ প্রতিবেদন দেওয়া হবে, তা অনিশ্চিত। অবশ্য মোহসীন আলী বলেন, গতকালই তিনি ক্যাম্পাসে এসে তদন্তকাজ শুরু করেছেন।

উপাচার্য রফিকুল হক বলেন, 'সায়াদের মৃত্যু ঘটনার বিচার হবেই। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যেসব দাবি করেছেন, সবই বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ছাড়া এবার সবার সহযোগিতায় আমরা ক্যাম্পাসের পরিবেশ ঠিক করব, যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে।'